শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে বস্তুত লক্ষ্য করা যায় যে-

নির্ধারিত ও আবশ্যিক একটি পাঠক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নিজেকে কারারুদ্ধ করা কখনো মানব জীবনের ধর্ম নয়। সুবিস্তৃত সাহিত্য-জগতে বিচরণ করতে না পারলে, এর সুমধুর রস আস্বাদন করতে না পারলে আবশ্যিকতার শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে সাহিত্যরসবর্জিত হয়ে উঠে শিক্ষিত সমাজ। অপাঠ্য পুস্তকগুলো যেখানে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় প্রধান মাধ্যম সেখানে সাহিত্যচর্চা বা স্বাধীন-পাঠকে অবহেলা করে বা অপরাধ হিসাবে গণ্য করে, ব্যক্তিকে ব্যক্তির মনের বিনোদন ও আনন্দউপভোগময় শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আমাদের দেশে শিশুকে যখন শিক্ষা দেয় তখন শুদ্ধভাবে বাংলাসাহিত্য শেখানো হয় না উপরন্তু ভাবে ইংরেজি ভাষার সাহিত্যে উৎসাহিত করা হয় যার সহিত আমাদের ভাষার ভাবগত, শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে কোনোপ্রকার মিল নেই। বরং বিদেশি সাহিত্যকে সর্বখ্যাত অধিক গুরুত্ব দিয়ে, কাজেরে এ ভাষাকে ভাবের ভাষা গণ্য করে এবং সেইগুলো আশ্রয় করে বিদেশি শিক্ষা অর্জনের ভরসা লাগানো নিছক তীব্রস্বাদগ্রহণ মাত্র। তখন ভাষায় সাথে সাথে ভাব হতে বর্জিত হয়ে যেন হতভাগ্য শিশুদিগকে কোনো বিদেশি কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হয়। তাই-শিশু থেকে সাহিত্যচর্চা না করলে পরবর্তীতে তা দুঃসহ হয়ে উঠে ও একসময় অন্তর্জগত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাষার প্রতি অবিশ্বাস ও ও অশ্রদ্ধা জন্মে। মানসিকশক্তি হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষাজীবনে

সেই মহেন্দ্রক্ষণ অতীত হয়ে যায়, যদি আমাদের বিদ্যাপীঠগুলি পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পারে তবে আমাদের সমাজ, দেশ কিংবা রাষ্ট্র পূর্ণ শিক্ষায় বিকশিত, উদ্দীপ্ত ও সৃজনশীল হবে। আজ আমাদের সাহিত্যকে বিকশিত না করলে, শাখাপ্রশাখার পাঠ্যবইগুলো সংযোগ না করলে, স্বাধীন পাঠ না করলে শিক্ষার গুণগতমান ও শিশুশিক্ষাকে পূর্ণ ও উন্নতি কোনভাবে সম্ভব নয়। শিশু কিংবা শিক্ষার্থীদের মনশুধু পাঠ্য-সূচিতে আবদ্ধ থাকলে, স্বাধীন পাঠের মাধুর্যতা উপলব্ধি করতে না পারলে সাহিত্যচর্চা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে আর নিরসপাঠক্রম কখনোই শিক্ষণীয় মাধ্যম হয়ে ওঠে না এবং বিদেশি সাহিত্য শিক্ষাও শিশু সময়ে যথোপযুক্ত নয়।